সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ■ ৩৭তম বর্ষ ■ ১১শ সংখ্যা ■ ফাল্গুন - ১৪২১ ■ পৃষ্ঠা ৪

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্যবিমোচনে কৃষি খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য –কৃষিমন্ত্রী

– মোহাম্মদ গোলাম মওলা, বেতার কৃষি অফিসার, কৃতসা, ঢাকা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও International Service for the Acquisition of Agri-Biotec Applications (ISAAA) এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত Global Perspective of Biotec/GM Crops and its Contribution to Food Security and Poverty Alleviation শীর্ষক সেমিনার ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সচিব মো. ইউনুসুর রহমানের সভাপতিত্বে বিএআরসি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. আবুল কালাম আযাদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি। প্রধান অতিথি বলেন, বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্যবিমোচনে কৃষি খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য। সাড়ে ৭ কোটি মানুষের জায়গায় বর্তমানে ১৬ কোটি মানুষের খাদ্য সংস্থান মিটিয়ে আজ আমাদের দেশ খাদ্যে উদ্বৃত্ত এবং বিদেশেও রপ্তানি

(৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

বিএআরসি মিলনায়তনে আয়োজিত Global Perspective of Biotec/GM Crops and its Contribution to Food Security and Poverty Alleviation শীর্ষক সেমিনারেও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী,এমপি

খুলনায় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা উদ্বোধন

--মো. আবদুর রহমান, এআইসিও, কৃতসা, খুলনা

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এ টু আই) কর্মসূচির আওতায় খুলনা জেলা প্রশাসন আয়োজিত জেলা ক্রীড়া সংস্থার জিমনেসিয়ামে গত ৫ ফেব্রুয়ারি তিন দিনব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা/১৫ শুরু হয়েছে। খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মো. আবদুস সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে এ মেলা উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি বলেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ডিজিটাল বাংলাদেশের কোন বিকল্প নেই। বর্তমান সরকার সে লক্ষ্য নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান ভবিষ্যৎ জীবনকে গতিময় করতে তিনি সর্বস্তরে ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তন এবং জনগণকে এ সেবা গ্রহণেরআহ্বান জানান। জেলা প্রশাসক মো. মোস্তাফা কামাল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে বক্তৃতা করেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) মোহাম্মাদ ফারুক হোসেন ও স্বাগত বক্তব্য দেন,জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ পরিচালক মো. হাবিবুল হক খান। প্রধান অতিথি হিসেবে বিভাগীয় কমিশনার আরো বলেন, বাংলাদেশে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার এখন সার্বজনিন রূপ লাভ করেছে।এর সাথে উচ্চবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত, রাজধানী থেকে তৃণমূল সেবা প্রত্যাশী প্রতিটি মানুষের দ্রুতগতিতে পরিচয় ঘটছে। বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়া উল্লেখ করে তিনি বলেন, এজন্য অফিস আদালতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবামূলক কার্যক্রমকে জনবান্ধব করার লক্ষ্যে প্রযুক্তির ব্যবহারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এর আগে প্রধান অতিথি মেলায় অংশগ্রহণকারী সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৩০টি স্টল পরিদর্শন করেন এবং বেলুন উড়িয়ে ও ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি ইন ফো সরকার প্রকল্পের আওতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিস কর্মকর্তাদের মাঝে ট্যাবলেট পিসি বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। মেলা প্রতিদিন সকাল ১০ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত চলে এবং প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাসহ বিকেলে সেমিনার এবং সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অয়োজন করা হয়।

খুলনা জেলা প্রশাসন আয়োজিত তিন দিনব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মো. আবদুস সামাদ

লাগসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে পিকেএসএফ

২৫ জানুয়ারি ২০১৫ পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত 'লাগসই কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ : পিকেএসএফের অভিজ্ঞতা' শীর্ষক সেমিনার পিকেএসএফ ভবন, আগারগাঁও, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে পিকেএসএফের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ড. কাজী খলিকুজ্জামান আহমদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. শেলীনা আফরোজা, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

(২য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

নালিতাবাড়ীতে চেল্লাখালী নদীর ওপর ড্যামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

– কাজী গোলাম মাহবুব, সহকারী তথ্য অফিসার (অ.দা.) কৃতসা, ময়মনসিংহ

৪ জানুয়ারি ২০১৫ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ড. এসএম নাজমুল ইসলাম নালিতাবাড়ীতে চেল্লাখালী নদীর ওপর রাবার ড্যামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

রাবার ড্যামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মো. আনোয়ারুল ইসলাম সিকদারের সভাপতিত্বে শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী সন্নাসীভিটা উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক কৃষক সমাবেশে সাবেক কৃষি সচিব বলেন, বাংলাদেশ আর খাদ্য ঘাটতির দেশ নয়, উদ্বৃত্ত চাল বিদেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশ এখন খাদ্য রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সরকারের

(৪র্থ পৃষ্ঠা ৪র্থ কলাম)

চট্টগ্রামে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের আইপিএম কার্যক্রম পরিদর্শন

১৭ জানুয়ারি ২০১৫ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এজেডএম মমতাজুল করিম এক সংক্ষিপ্ত সফরে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় মাঠে চলমান বিভিন্ন আইপিএম প্রযুক্তির কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি স্থানীয় আইপিএম ক্লাব সদস্যদের সাথে এক পথ সভায় মতবিনিময়কালে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে আইপিএম প্রযুক্তির গুরুত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি স্থানীয় কৃষকদের সফলভাবে আইপিএম প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করে

(৪র্থ পৃষ্ঠা ৪র্থ কলাম)

বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি সংবাদ

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে ২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের মাঠ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

– মো. এরশাদ আলী, এআইসিও, কৃতসা, রাজশাহী

৪ জানুয়ারি ২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (এসসিডিপি) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গোদাগাড়ীর সার্বিক আয়োজনে এক মাঠ কর্মশালা দেওপাড়া ইউনিয়নের যুগিডাং স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহীর উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. হযরত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ঢাকা কৃষিবিদ হামিদুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চাঁপাইনবাবগঞ্জ কৃষিবিদ মো. সাইফুল ইসলাম, দেওপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. আখতারুজ্জামান।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে ২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের সার্বিক দিক সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি গোদাগাড়ী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার আদিবাসী কৃষক-কৃষাণীদের এ প্রকল্পের আওতায় উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদন করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আদিবাসি কৃষক-কৃষাণীরা এ প্রকল্পের মাধ্যমে নিজেদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদন করে যাচ্ছেন। তিনি আরও বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী স্থাপন করে সরেজমিন পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন বিষয়ে প্রত্যেক কৃষক-কৃষাণীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। পরিশেষে তিনি উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদনে বিভিন্ন সমস্যার কথা কৃষক-কৃষাণীদের কাছে শুনেন এবং সমস্যা সমাধানের জন্য প্রত্যেককে ২ মাসের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভাপতি মহোদয় তাঁর বক্তবে বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী জেলার মাঠ পর্যায়ের সব কর্মকর্তা আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদন করার জন্য ব্লক পর্যায়ের কর্মকর্তারা তাদের পরামর্শ প্রদান করছে। তিনি উপস্থিত সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, কৃষক-কৃষাণী কর্মশালায় উপস্থিত থেকে কর্মশালাকে সুন্দর করার জন্য ধন্যবাদ জানান।

লাগসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে পিকেএসএফ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত-করণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্যবিমোচনে কৃষি খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, 'খাদ্যের কোনো বিকল্প নেই। খাদ্যশক্তি যেমন প্রাণশক্তিকে বাচিয়ে রাখে আর প্রাণশক্তি শ্রমশক্তিকে বাঁচিয়ে রাখে। সাড়ে ৭ কোটি মানুষের জায়গায় বর্তমানে প্রায় ১৬ কোটি মানুষের খাদ্য সংস্থান মিটিয়ে আজ আমাদের দেশ খাদ্যে উদ্বৃত্ত এবং বিদেশেও খাদ্য রপ্তানি হচ্ছে। এসব সম্ভব হয়েছে জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের জন্য'। তিনি কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, প্রতিকূল সহনশীল জাত উদ্ভাবন, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও জিএমও ফসলের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে উন্নয়ন সহযোগী হিসেব এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি ড. শেলীনা আফরোজা বলেন, 'সরকারের যুগোপযুগী সিদ্ধান্ত এবং লাগসই কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা দরিদ্রতার হার ৫০ ভাগ থেকে কমিয়ে ২৫ ভাগে আনতে সক্ষম হয়েছি'। ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা এবং সরকারের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

-বিজ্ঞপ্তি

এনএটিপি প্রকল্পের বার্ষিক কর্মশালা

– নাসরিন নাহিদ, যশোর

সম্প্রতি এনএটিপি প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত আওতায় যশোর, খুলনা ও ফরিদপুর তিনটি অঞ্চলের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও এর ওপর যশোর উপপরিচালকের প্রশিক্ষণ কক্ষে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. খসরু মিয়া, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, ফরিদপুর অঞ্চল, ফরিদপুর। কর্মশালায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকল্প পরিচালক ড. খালেদ কামাল, এনইটপি। তিনি ওই প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও আগামী কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এ ধরনের প্রকল্পের ভুমিকা উল্লেখ করেন। কর্মশালায় তিনটি অঞ্চলের শস্য উৎপাদন এনএটিপি প্রকল্পের কার্যক্রমের ওপর জেলাভিত্তিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. নাসির উদ্দিন খান, এডি, যশোর অঞ্চল যশোর, শেখ হেমায়েত হোসেন, এডি, ডিএই খুলনা অঞ্চল, খুলনা, ড. মো. জহুরুল ইসলাম, এিএসও আরএআরএস, যশোর। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন নিত্য রঞ্জন বিশ্বাস, উপপরিচালক, ডিএই, যশোর। অনুষ্ঠানে তিনটি অঞ্চলের জেলা উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি কর্মকর্তা ও কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

বরিশালে 'গণমাধ্যমে কৃষি তথ্য বিস্তারে ফলপ্রসূ কনটেন্ট তৈরি' শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

– নাহিদ বিন রফিক, টিপি,
কৃষি তথ্য সার্ভিস, বরিশাল

কৃষি তথ্য সার্ভিসের আইএআইএস প্রকল্প আয়োজিত 'গণমাধ্যমে কৃষি তথ্য বিস্তারে ফলপ্রসূ কনটেন্ট তৈরি' শীর্ষক তিন দিনব্যাপী এক কৃষি প্রশিক্ষণ গত ৩১ ডিসেম্বর দক্ষিণ সাগরদির আঞ্চলিক কার্যালয়ের আইসিটি ল্যাবে শেষ হয়। উদ্বোধনী দিনে এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক হীরেন্দ্র নাথ হাওলাদার। প্রকল্প পরিচালক অঞ্জন কুমার বড়ুয়ার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিএই বরিশালের উপপরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম এবং কৃষি তথ্য সার্ভিসের উপপরিচালক (গণযোগাযোগ) ড. জাহাঙ্গীর আলম। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক পরিচালক মো. ফজলুর রহমান, ডিএই ঝালকাঠির অতিরিক্ত উপপরিচালক তুষার কান্তি সমদ্দার, বরিশাল প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি গোপাল সরকার প্রমুখ। প্রধান অতিথি তার বক্তৃতায় বলেন, কৃষি প্রযুক্তি চাষির দোরগোড়ায় পৌঁছাতে মিডিয়ার ভূমিকা অনন্য। এ সুযোগ আমাদের কাজে লাগাতে হবে। তাই কৃষি তথ্য মিডিয়ায় এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে কৃষক সহজে বুঝতে পারে। আর তা যদি নিশ্চিত করার যায় তবেই আধুনিক চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষক উপকৃত হবে এবং দেশ হবে সমৃদ্ধশীল। প্রশিক্ষণে ডিএই, কৃষি তথ্য সার্ভিস, এটিআই, এসসিআই, বারি, বাংলাদেশ বেতার, প্রাণিসম্পদ, এসআরডিআইর বিভিন্ন পর্যায়ের ৩০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ-২০১৫ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

– মো. জাহাঙ্গীর আলী খান, কৃষি তথ্য
কেন্দ্র সংগঠক, কৃতসা, বাকৃবি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ

গত ১২ জানুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাষি মিলনায়তনে বাউএকের ব্যবস্থাপনায় ৩ দিনব্যাপী মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ওপর এর প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বাউএকের পরিচালক প্রফেসর ড. শাহনাজ পারভীনের সভাপতিত্বে ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভিসি বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর ড. রফিকুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএই ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পরিচালক সুভাস চন্দ্র দেবনাথ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ একটি সময় উপযোগী প্রশিক্ষণ। মাটির পরিচর্যা অত্যন্ত আবশ্যক। মাটি সুস্থ থাকলে আমরা সুস্থ থাকবে। মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যের উৎপন্ন এ মাটি থেকে। তিনি প্রশিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণলব্দ জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ক্রমাগত জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। তাই অল্প জমিতে অধিকহারে ফসল ফলাতে হলে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা করা অতি জরুরি। তিন দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাস্তবে কাজে লাগানোর জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মো. সাইদুর রহমান, উপপরিচালক, বাউএক। অন্যদের মাঝে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন প্রফেসর ড. জহিরুল হক খন্দকার, ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা, বাকৃবি, প্রফেসর ড. মজিবুর রহমান, বিভাগীয় প্রধান, সয়েল সায়েন্স বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ আ. হক, কৃষক প্রতিনিধি ও জোসনা বেগম। ওই অনুষ্ঠানে বাকৃবির বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলী, ডিএই এর ডিডি, কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রতিনিধি, বাউএকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ড. এনামুল হক সরকার, উপপরিচালক, বাউএক।

রাজশাহীর দুর্গাপুরে নতুন প্রযুক্তিতে পলিথিন আবৃত বীজতলায় চারা উৎপাদন

– মো. এরশাদ আলী, এআইসিও, কৃতসা, রাজশাহী

গত ১১ জানুয়ারি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দুর্গাপুর কর্তৃক আয়োজিত পৌরসভা ব্লকের উপসহকারী কৃষি অফিসার ডি. কৃষিবিদ মো. মোকলেসুর রহমানের সার্বিক সহযোগিতায় অত্র ব্লকের ধরমপুর নামক স্থানে পলিথিন আবৃত বীজতলা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার দুর্গাপুর, কৃষিবিদ ড. বিমল কুমার প্রামাণিক, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ মো. মেহেদুল ইসলাম ও কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা মো. এরশাদ আলী। উপজেলা কৃষি অফিসার পলিথিন আবৃত বোরো বীজতলা সম্পর্কে বলেন, আদর্শ বীজতলায় প্রচলিত পদ্ধতিতে কৃষক কাদা জমিতে বোরো ধানের গজানো বীজ বপন করেন। বপনের দিন থেকে ৭ দিনের মধ্যে পলিথিন দিয়ে বীজতলা ঢেকে দিয়ে পলিথিনের চারদিকে মাটিচাপা দিতে হয়। ফলে প্রচণ্ড শীত থেকে বোরো ধানের চারা রক্ষা হয়। এতে ১ বিঘা জমির বোরো ধানের চারা উৎপাদন বাবদ মাত্র ১০০ টাকা খরচ হয়। পরিশেষে তিনি উপস্থিত কৃষকদের বাকি বীজতলা পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার উপস্থিত সব কৃষককে বীজতলাগুলো সঠিক সময় পরিচর্যা করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি অত্র ব্লকের উপসহকারী কৃষি অফিসারকে কাদা জমিতে বীজতলা তৈরি করে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দেয়ার জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করায় তাকে ধন্যবাদ জানান। আগামী বছরে যেন সব বোরো বীজতলা পলিথিন আবৃত পদ্ধতিতে করা হয় সেজন্য উপ-সহকারী কৃষি অফিসারকে পরামর্শ প্রদান করেন।

অত্র ব্লকের ধরমপুর ছাড়াও বেলঘরিয়া, আলীপুর, দেবীপুরে পলিথিন দিয়ে আবৃত অনেক বোরো বীজতলা দেখা যায়। পৌরসভা ব্লকে মোট বোরো বীজতলা ৬০ হেক্টর তার মধ্যে ৩০% পলিথিন দিয়ে আবৃত। পরিদর্শনের সময় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ প্রায় ২৫ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহীতে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা অনুষ্ঠিত

– কৃষিবিদ আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, কৃতসা, রাজশাহী

২১-২৩ জানুয়ারি ২০১৫ রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল মাঠে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় তিন দিনব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দীন চৌধুরীর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. রফিকুল আলম বেগ। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. হাবিবুর রহমান, রাজশাহী সরকারি নিউ. গভ. ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর তোজাম্মেল হোসাইন, রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. আবুল হায়াত ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) এসএম তুহিনুর আলম। ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন রাজশাহীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) এসএম তুহিনুর আলম। তিনি প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও উপস্থিত সব কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও মেলায় অংশগ্রহণ করা সব স্টল স্থাপনকারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিই পারে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে আমরা যতই সম্পর্কিত হতে পারব ততই দেশকে এগিয়ে নিতে পারব। নিত্যনতুন প্রযুক্তির সাথে যত পরিচিতি হতে পারবে জনগণের দোরগোড়ায় কৃষি ও স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য সেবা দ্রুত পৌঁছে দিতে পারব। তরুণ সমাজ যেভাবে উদ্ভাবনী নিত্যনতুন প্রযুক্তির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে তাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপরেখা ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল গড়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে তা অচিরেই বাস্তবায়িত হবে। তিন দিনব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় বিটিসিএল, গ্রামীণফোন, পাসপোর্ট ও বিআরটিএ অফিস, রাজশাহী বোর্ড ও পোস্ট অফিস, পবা ও বাঘা উপজেলা প্রশাসন, জীবন বীমা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, কৃষি তথ্য সার্ভিসসহ মোট ৩৮টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

ময়মনসিংহে গণমাধ্যমে কৃষি তথ্য বিস্তারে ফলপ্রসূ কনটেন্ট তৈরিবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

– স্পন কুমার সাহা, এআইসিও, আইএআইএস প্রকল্প, কৃতসা, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ।

আইএআইএস প্রকল্প, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকার ব্যবস্থাপনায় হর্টিকালচার সেন্টারে, কেওয়াটখালী, ময়মনসিংহের প্রশিক্ষণ হলে 'গণমাধ্যমে কৃষিতথ্য বিস্তারে ফলপ্রসূ কনটেন্ট তৈরি' বিষয়ক ৩ দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। গত ৯ ডিসেম্বর ২০১৪ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক সুভাষ চন্দ্র দেবনাথ প্রধান অতিথি হিসেবে এর উদ্বোধন করেন। আইএআইএস প্রকল্প, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকার প্রকল্প পরিচালক অঞ্জন কুমার বড়ুয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকার উপপরিচালক (গণযোগাযোগ) ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন হর্টিকালচার সেন্টার, কেওয়াটখালী, ময়মনসিংহের সহকারী উদ্যানতত্ত্ববিদ নিতাই চন্দ্র বণিক। প্রধান অতিথি সুভাষ চন্দ্র দেবনাথ বলেন, গণমাধ্যমে কৃষি তথ্য বিস্তারে পদ্ধতিগত শিক্ষার জন্য এ প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের ভালোভাবে এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, প্রচারেই প্রসার। কৃষি তথ্য সার্ভিস জন্মলগ্ন থেকেই কৃষির কল্যাণে উদ্ভাবিত কৃষির নতুন নতুন প্রযুক্তিগুলো বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার করে আসছে। তাদের এই মহতী কাজে সহযোগিতার লক্ষ্যে আয়োজিত প্রশিক্ষণের সার্বিক সফলতা কামনা করে এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বিশেষ অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, গণমাধ্যমে বিভিন্নভাবে কৃষির নানা তথ্য উপস্থাপন করা যায়। এই প্রশিক্ষণ সবাইকে সে বিষয়ে ধারণা দেবে। অনুষ্ঠানের সভাপতি অঞ্জন কুমার বড়ুয়া তার বক্তৃতায় বলেন, কৃষি তথ্য সার্ভিসের আইএআইএস প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক বিষয়ে সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক ও কৃষক-কৃষাণীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা হয়েছে। বর্তমান প্রশিক্ষণটি বেতার টেলিভিশন, পত্রিকায় লিখন-উপস্থাপন কাজে সহায়তা করবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সরকারিভাবে একটি এফএম বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বরগুনার আমতলীতে কৃষি উৎপাদনে ই- কৃষির ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

– নাহিদ বিন রফিক, টিপি, কৃষি তথ্য সার্ভিস,বরিশাল

কৃষি তথ্য সার্ভিসের আইএআইএস প্রকল্প আয়োজিত কৃষি উৎপাদনে ই-কৃষির ভূমিকা শীর্ষক দিনব্যাপী এক সেমিনার গত ১ ডিসেম্বর বরগুনার আমতলীর কৃষি রেডিওর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প পরিচালক অঞ্জন কুমার বড়ুয়ার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকার উপপরিচালক (গণযোগাযোগ) ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরগুনার উপপরিচালক অশোক কুমার হালদার, কৃষি তথ্য সার্ভিস বরিশালের আঞ্চলিক পরিচালক মো. ফজলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরগুনার জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার নজরুল ইসলাম মাতুব্বর, কৃষি রেডিওর ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি নজরুল ইসলাম তালুকদার, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার মো. শাহাদত হোসেন, কৃষি রেডিওর স্টেশন ম্যানেজার এ এফ এম শাহাবুদ্দিন প্রমুখ। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেন, আগের দিনে চাষাবাদের তথ্য জানতে কৃষি কর্মী কিংবা বিশেষজ্ঞের কাছে স্বশরীরে যেতে হতো। কিন্তু এখন যে কোন পরামর্শ ঘরে বসেই জানা সম্ভব, আর এর মাধ্যম হচ্ছে ই-কৃষি। কৃষক যদি এ সুযোগ ব্যবহার করে তাহলে এ দেশে কৃষি বিপ্লব অনিবার্য। তিনি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করেন। সেমিনারে কৃষি সংশ্লিষ্ট জিও-এনজিও মোট ৪০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে কৃষি রেডিওর তিন বছরপূর্তি উপলক্ষে কেক কাটা হয়। এ সময় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধিসহ রেডিওর কলাকুশলীরা উপস্থিত ছিলেন।

খুলনা হর্টিকালচার সেন্টারে কৃষক সহায়তাকারী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গত ১৪/১২/১৪ থেকে ৮/০১/১৫ তারিখ পর্যন্ত দৌলতপুর হর্টিকালচার সেন্টার খুলনায় আইএফএমসি প্রকল্পের আওতায় ২৬ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। কৃষক সহায়তাকারী এ প্রশিক্ষণে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা থেকে আগত ৫১ জন কৃষক-কৃষাণী এতে অংশগ্রহণ করে। মূলত কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যাতে তারা অর্জিত জ্ঞান দ্বারা নিজ নিজ এলাকায় কৃষক মাঠ স্কুল পরিচালনা করতে পারে। আইপিএমের মাস্টার ট্রেইনাররা এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

রাজশাহীর চারঘাটে ট্রে-তে বোরো ধানের চারা উৎপাদন

– মো. এরশাদ আলী, এআইসিও, কৃতসা, রাজশাহী

চারঘাট উপজেলার চারঘাট ব্লকে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে ২৫-৩০ দিনের বোরো ধানের চারা রোপণ করার উদ্দেশ্যে ট্রে-তে চারা উৎপাদন করা হয়েছে। এই ট্রে-গুলোতে বিনা ধান ১৪ জাতের চারা তৈরি করা হচ্ছে। ২০ জানুয়ারি উপজেলা কৃষি অফিসার চারঘাট কৃষিবিদ একেএম মঞ্জুরে মাওলা সরেজমিন ট্রে-তে উৎপাদিত চারাগুলো পরিদর্শন করেন। তিনি চারাগুলো দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং চারঘাট ব্লকের উপসহকারী কৃষি অফিসার মো. আবু জাফরকে চারাগুলোর বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য এবং আগামীতে আরও বেশি চারা করার নির্দেশ প্রদান করেন। উপজেলা কৃষি অফিসার ট্রে- তে চারা সম্পর্কে উপস্থিত কৃষকদের বলেন, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার মেশিনের সাহায্যে চারাগুলো রোপণ করা হবে বিধায় রোপণ খরচ অনেক কম হবে। লাইনে রোপণ করা হবে তাই আলো বাতাস ঠিকমতো পাবে, পোকা মাকড়ের আক্রমণ অনেক কম হবে। ২৫-৩০ দিনের চারা রোপণ করা হবে এজন্য উৎপাদন ১৫-২০% বেশি হবে।

পরিদর্শনের সময় উপজেলা কৃষি অফিসারের সাথে ছিলেন উদ্ভিদ সংরক্ষণ অফিসার ডি. কৃষিবিদ মো. আব্দুল কাদের, উপসহকারী কৃষি অফিসার মো. বজলুর রহমান, নিখিল চন্দ্র সিল ও অত্র ব্লকের উপসহকারী কৃষি অফিসার মো. আবু জাফরসহ প্রায় ২৫ জন কৃষক।

খুলনা হর্টিকালচার সেন্টারে কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

– কৃষিবিদ নাসরিন নাহিদ, যশোর

সম্প্রতি আইএফএমসি প্রকল্পের আওতায় দৌলতপুর হর্টিকালচার সেন্টার খুলনায় ৫ দিনব্যাপী কর্মকর্তাদের এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মূলত কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ে কৃষক মাঠ স্কুল পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের এ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণের প্রথম ব্যাচের সমন্বিত উপায়ে মাঠ ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ের ওপর ৩০ জন কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার অংশগ্রহণ করেন। ২য় ব্যাচে এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ৩০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও এসএপিপিও একই বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। আইপিএমের মাস্টার ট্রেইনাররা এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

আলু চাষি ভাইদের জন্য সুখবর

আলু বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। আলু উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান নবম এবং এশিয়াতে তৃতীয়। আলু চাষে স্বল্প সময়ে অধিক মুনাফার সুযোগ আছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে উন্নতমানের সুস্বাদু আলু উৎপাদিত হচ্ছে এবং শ্রীলংকা, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, নেপাল ও রাশিয়ায় আলু রপ্তানি হচ্ছে।

আলু রপ্তানিতে বর্তমান সরকার ২০% নগদ প্রণোদনার পাশাপাশি শিল্পে ব্যবহৃত আলুর জন্য ২০% প্রণোদনা দিচ্ছে।

আলু নির্ভর পটেটো ফ্রেক্স, চিপ্স, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, স্টার্চ ইত্যাদি শিল্প-কারখানাগুলো চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এসব শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে আলুর ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবিত মানসম্পন্ন বীজ আলু ব্যবহার করে অধিক ফসল ঘরে তুলুন।

সময়মতো পরিচর্যা, সুষম সার ও সেচ ব্যবহার করুন, অধিক ফলন নিশ্চিত করুন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন।

কৃষি তথ্য সার্ভিস

কৃষিমন্ত্রী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ করছি এসব সম্ভব হয়েছে জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের জন্য। বিভিন্ন ফসলের হাইব্রিড প্রচলন করার ফলে আমরা অসময়ে এখন অনেক ফসল পেতে পারি। এখন আমরা জিএম ফসলের দিকে এগোচ্ছি। কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, গবেষণা কার্যক্রম চালানোর ক্ষেত্রে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে করে কৃষিক্ষেত্রে কোনো খারাপ প্রভাব না পড়ে। আমরা প্রমাণ করেছি প্রাজ্ঞ নেতৃত্ব এবং দেশপ্রেম থাকলে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও যে কোন সফলতা অর্জন করা সম্ভব। বায়োটেকনোলজির মতো ভূমি এবং পরিবেশ রক্ষাকারী প্রযুক্তিকে আরও বেশি বেশি প্রয়োগ করে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সবাইকে সচেষ্ট থাকতে তিনি অনুরোধ করেন।

কৃষি সচিব মো. ইউনুসুর রহমান নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ এবং গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে ফসলের রোগ প্রতিরোধক্ষম প্রজাতি উদ্ভাবনের বিষয়ে পরামর্শ দেন। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রফেসর ড. খন্দকার মো. নাসিরুদ্দিন, উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় সমন্বয়ক, ISAAA। বিশ্বে বায়োটেক/জিএম ফসলের ভবিষ্যত ও সম্ভাবনা সম্পর্কে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন Mr. Clive James, Founder Emeritus Chair, ISAAA. তিনি বলেন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বায়োটেক ফসল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি দাবি করেন। ভারতে বিটি কটনের অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে উপস্থাপনা করেন Mr. Bhagirath Choudhary, Director, ISAAA. তিনি বলেন, ভারত ও পাকিস্তান বিটি কটন চাষ করে প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেছে এবং দেশ দুটি আমদানিকারক থেকে রপ্তানিকারক হতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বারি) মহাপরিচালক ড. রফিকুল ইসলাম মণ্ডল বিটি বেগুন বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে বায়োটেক/জিএম ফসলের বাণিজ্যিক চাষাবাদ শুরু হতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর এর অগ্রগতি প্রকাশ করে আসছে বায়োটেক প্রতিষ্ঠান ISAAA. ২০১৪ সালে বাংলাদেশের বিটি বেগুন বাণিজ্যিক চাষাবাদের বিস্তারিত বিবরণসহ পৃথিবীর মোট ২৮টি দেশের ১৮ মিলিয়ন গরিব কৃষক কর্তৃক ১৮১.৫ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে চাষকৃত বায়োটেক ফসলের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে, যা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

অনুষ্ঠিত সেমিনারে বায়োটেকনোলজি সংশ্লিষ্ট দেশি-বিদেশি গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীরা গণমাধ্যমকর্মী এবং বায়োটেক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

নাটোরের সিংড়া উপজেলায় তিনদিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলা উদ্বোধন করেন সিংড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আবুল কালাম আজাদ

সিংড়ায় কৃষি প্রযুক্তি মেলা অনুষ্ঠিত

– মো. শফিকুল ইসলাম, এআইসিও, কৃতসা, রাজশাহী

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিংড়া, নাটোরের উদ্যোগে জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি (এনএটিপি) প্রকল্পের আওতায় গত ২২ ডিসেম্বর তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলা-২০১৪ সিংড়া উপজেলা পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিংড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিংড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বিশ্বনাথ দাস কাশিনাথ, সিংড়া উপজেলা বিআরডিবির চেয়ারম্যান মো. আফসারুজ্জামান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিংড়া উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা সালমা খাতুন। তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ ছাড়াও অন্যান্য সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা, এলাকার কৃষক-কৃষাণী, সাংবাদিকসহ প্রায় ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য কেন্দ্র, কৃষি পণ্য, বীজ ও সার, নিরাপদ সবজি উৎপাদন, কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র, আদর্শ বসতবাড়ি, আদর্শ বীজতলা, প্রযুক্তি কর্ণার, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা ফল বাগান এবং শ্যামলী মাশরুম সেন্টার, কমিউনিটি-ই-সেন্টার, ব্যাক বিডিপি, সাঁকো, সুমন নার্সারিসহ প্রায় ২৫টি স্টল বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে নিজ বিভাগের কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করে।

রাউজানে সরিষার মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

-আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার, কৃতসা,চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায় সরিষার মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয় বেশ আমেজের সাথে। আমন মৌসুমে ধান কাটার পর পর বিভিন্ন এলাকায় সরিষা চাষাবাদ করে ভালো ফলন পেয়েছে কৃষকরা। বাংলাদেশ আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম সরিষা বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে রাউজানের নোয়াজিষপুর এআইসিসি ক্লাবের সদস্য কৃষক জনাব ওসমান গনি সিকদারকে বারি সরিষা-১৫ জাতের বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী প্লট করতে দেন। প্রদর্শনী প্লটের ফলন এতো ভালো হয়েছে যে, এলাকার কৃষকদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে। কৃষক ওসমান গনি নিজেও ফলন দেখে খুব খুশি। তিনি জানান আমাদের এলাকায় সরিষার প্লট দেখে কৃষকরা আমাকে বীজ দেয়ার জন্য আগে থেকেই বলে রেখেছেন। তিনি এ সরিষা চাষের সবচেয়ে বড় সুবিধাটির কথা বলেন। তিনি বলেন, আমাদেরও এ এলাকার আমন ধানের পর সেচের পানির স্বল্পতার কারণে জমি পতিত থাকে। কিন্তু সরিষা চাষাবাদের জন্য তেমন কোন সেচের প্রয়োজন হয় না এবং ৮০-৮৫ দিনের মধ্যে ফসল তোলা যায়। এখন আমি সরিষা তোলার পর পর আমার জমিতে গ্রীস্মকালীন আগাম চাষাবাদ করব। কৃষি গবেষণা কেন্দ্র সরিষা চাষাবাদের বিভিন্ন পদ্ধতি আমাকে শেখানোর কারণে আমার জমি যে সময়টা পতিত থাকত তা এখন আর পতিত থাকবে না। আমাদের এলাকার কৃষকরা পতিত জমিতে সরিষা চাষ করার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী। এ ব্যাপারে কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা আশা করছি। আর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে সরিষা চাষাবাদে আমরা আরো এগিয়ে যেতে পারব।

কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক 'কৃষিকথা' আসছে বৈশাখে ৭৫ বছরে পদার্পণ করবে। কৃষিকথার ৭৫ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে বৈশাখ-১৪২২ সংখ্যাটিকে বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এ উপলক্ষে লেখক, পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ী সবাইকে কৃষিকথার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

কৃষি তথ্য সার্ভিস

নালিতাবাড়ীতে চেল্লাখালী নদীর ওপর ড্যামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কৃষিবান্ধব নীতির কারণে কৃষককুল ফসল উৎপাদনের সব উপকরণ সাশ্রয়ী মূল্যে হাতের কাছে পেয়ে উৎসাহিত হয়েই দেশের খাদ্য ঘাটতি পূরণ করে বাংলাদেশকে খাদ্যে উদ্বৃত্ত দেশে পরিণত করেছে। বাংলাদেশের সমগ্র কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগ এ কৃতিত্বের অংশীদার। ড. এস এম নাজমুল ইসলাম আরও বলেন, এ সাফল্যে আমাদের আত্মতৃপ্তি নিয়ে বসে থাকলে চলবে না, কৃষির এ সাফল্যকে ধরে রেখে অনাগত জনসংখ্যার সুবিধার্থে আমাদের ফসল উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

রাবার ড্যামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এজেডএম মমতাজুল করিম বলেন, ফসলের আধুনিক জাতগুলো উচ্চফলনশীল এবং পর্যাপ্ত সেচ সুবিধা পেলে ফসলের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাবে। নালিতাবাড়ীর চেল্লাখালী নদীর ওপর রাবার ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে এ অঞ্চলের মানুষের সেচ সুবিধা বাড়ার সাথে তাদের জীবন মানও বৃদ্ধি পাবে।

রাবার ড্যামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে স্থানীয় নেতারা ছাড়াও কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব পুলক রঞ্জন সাহা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক (মনিটরিং) সুনীল চন্দ্র ধর, ময়মনসিংহ অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক সুভাষ চন্দ্র দেবনাথ, শেরপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাকির হোসেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. মো. আবদুস সালাম, পুলিশ সুপার মো. মেহেদুল করিম, বিএডিসি ও কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের আইপিএম কার্যক্রম পরিদর্শন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ধন্যবাদ প্রদান করেন। মহাপরিচালক মহোদয় পরবর্তীতে চট্টগ্রামে অবস্থিত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন দপ্তরের কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে ডিএই, চট্টগ্রাম জেলা প্রশিক্ষণ হলরুমে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ডিএই চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা ছাড়াও বারি, বিএডিসি, এসআরডিআই, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, এআইএস, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে খাদ্য উৎপাদনে অর্জিত সফলতা ধরে রাখার জন্য বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে বিভাগীয় কর্মকাণ্ড জোরদার করার নির্দেশ প্রদান করেন- বিজ্ঞপ্তি

সম্পাদক : কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, সহকারী সম্পাদক: মো. মতিয়ার রহমান, কম্পিউটার গ্রাফিক্স: শিল্পী রত্নেশ্বর সূত্রধর ,লোগো ডিজাইন: শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ
কৃষি তথ্য সার্ভিসের বাইকালার অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার সরদার শামসুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত